প্রথম পানিপথের যুদ্ধ

বাবর অবশ্য ভারতবর্ষের তৎকালীন আফগান অভিজাতদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছিলেন। ইত্যবসরে বাবর উজবেকদের বাল্‌খ থেকে বিতাড়িত করে ভারতবর্ষের দিকে পূর্ণশক্তিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। অনুকূল পরিস্থিতি উপলব্ধি করে, বাবর ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ভারতবর্ষের দিকে প্রায় বারো হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। বাদাকশান থেকে হুমায়ুন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে পথিমধ্যে পিতার সঙ্গে যোগদান করেন। শিয়ালকোটে পৌঁছে বাবর শোনেন যে, দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁর দিল্লী অভিযান ব্যর্থ হয়েছে এবং দৌলত খাঁ ও তাঁর পুত্র ঘাজী খাঁকে মিলওয়াত দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বাবর তৎক্ষণাৎ এই প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার করে দৌলত খাঁকে রাজবন্দী হিসেবে কারারুদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্যে বেহারা-তে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু পথিমধ্যে দৌলত খাঁ লোদীর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র ঘাজি খাঁ মহামূল্যবান গ্রন্থাগার শত্রুর নিকট ফেলে দিয়ে পালিয়ে যান। আলম খাঁ লোদী ইতিমধ্যে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে বাবরের পক্ষে চলে এসেছিলেন। দিল্লীর শাসক লোদীবংশের অন্যতম একজন হিসেবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাবর তাঁকে হাতে রেখেছিলেন। বাবর এই অভিযানে সহজেই পাঞ্জাব দখল করেন।

পাঞ্জাব দখলের ফলে দিল্লীর পথ বাবরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায়। এবার দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে বাবরের সংগ্রাম পাঞ্জাব দখলের মতো সহজ ছিল না। সুতরাং বাবর সব রকমের সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং লোদী বিদ্রোহী আলম খানের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কারণ, আলম খাঁর উপস্থিতিই বাবরের পক্ষে এক বিরাট রাজনৈতিক সুবিধা এনে দিয়েছিল। সিরহিন্দ ও আম্বালার মধ্য দিয়ে তিনি যখন দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন দিল্লী দরবারে গুরুত্বপূর্ণ অভিজাতদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন। সম্ভবত এই সময়েই চিতোরের রানা সঙ্গও বাবরের কাছে ইব্রাহিম লোদীর ওপর যৌথভাবে আক্রমণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাবরের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে ইব্রাহিম লোদী তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য কয়েকটি বিরাট বাহিনী পাঞ্জাবের দিকে প্রেরণ করেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদী স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে দিল্লী থেকে বাবরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অগ্রসর হন। হামিদ খানের নেতৃত্বে আফগানদের প্রথম বাহিনী হুমায়ুনের কাছে পরাজিত হয়। তখন হুমায়ুনের বয়স মাত্র আঠারো বছর। দায়ুদ খান ও হামিদ খানের নেতৃত্বে আফগানদের দ্বিতীয় বাহিনীও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। রূপাড় নামক স্থান থেকে শতদ্রু অতিক্রম করে বাবর প্রথম আম্বালায় আসেন এবং সেখান থেকে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে যমুনার তীর ধরে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে উপস্থিত হন। পূর্বে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করে বাবর যে-সমস্ত যুদ্ধকৌশলগুলি আয়ত্ত করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার দ্বারা এখানে তিনি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করেন এবং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এখানেই ইব্রাহিম লোদীও তাঁর মূল বাহিনী নিয়ে ঘাঁটি

করেছিলেন। বাবর তাঁর 'আত্মজীবনী'তে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মাত্র বারো হাজার সৈন্য ছিল। বাবরের প্রশংসাকারী ঐতিহাসিক রাসব্রুক উইলিয়াম আর এক-ধাপ এগিয়ে বলেন, বাবরের আট হাজারের বেশি সৈন্য ছিল না। পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও কম ছিল বলে তিনি মনে করেন। অপরদিকে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যসংখ্যার মধ্যে এক লক্ষ পদাতিক ও এক হাজার হস্তী ছিল। কিন্তু বাবরের সঙ্গে ছিল উস্তাদ আলি ও মুস্তাফার নেতৃত্বে একটি সু-সমন্বিত ক্ষুদ্র গোলন্দাজ বাহিনী। এই বাহিনীর কামানের গর্জনই সেদিন এশিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেয়, বাবরের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটতে চলেছে।

পানিপথের প্রান্তরে দু'পক্ষই সৈন্য নিয়ে কয়েক মাইল ব্যবধানে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল থেকে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত আটদিন মুখোমুখি শুধুমাত্র দাঁড়িয়েছিল। উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সাজানোর পদ্ধতির মানচিত্র অনুধাবন করা। বাবর ২০শে এপ্রিল হঠাৎ এক রাতে চার-পাঁচ হাজার সৈন্যকে শত্রু-শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন, কিন্তু সৈন্যদের অবহেলায় এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তবে এই আক্রমণে ইব্রাহিম লোদী প্ররোচিত হয়ে সকালে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রু-শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন। অতঃপর বাবর আফগান সাম্রাজ্যের অধিপতি ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। ইতিহাসের বিখ্যাত পানিপথের রণক্ষেত্রে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল বেলা ৯টায় বাবরের সৈন্যবাহিনী আফগান সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধে বাবর প্রথম কামান ও গাদা-বন্দুক ব্যবহার করেন। বাবরের প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও তাদের মধ্যে সামরিক শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাছাড়া তারা কোন উপযুক্ত সেনাপতির দ্বারা চালিত হয়নি। শত্রুপক্ষের এই সকল অসুবিধার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বাবর সুকৌশলে স্বীয় সৈন্যব্যূহ রচনা করেন। এছাড়া ইব্রাহিম লোদীর কোন গোলন্দাজ বাহিনী বা কোন কামান ও বন্দুক ছিল না। স্বভাবতই বাবর তাঁর গোলন্দাজ বাহিনীকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে নির্দেশ দেন এবং দুপুরের মধ্যেই বাবরের সুশিক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনী ও সৈন্যদলের আক্রমণের মুখে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনী দাঁড়াতে সক্ষম হল না। ইব্রাহিমের হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ দিলেন। আর স্বয়ং ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধে বীরের মতো পরাজিত ও নিহত হন। ইব্রাহিম লোদীই একমাত্র সুলতান, যিনি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। এ দৃষ্টান্ত দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে নেই। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ দিল্লী সুলতানির লোদীবংশের ভাগ্য নির্ধারিত করে দিয়েছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়নি। তবে পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই যুদ্ধ বাবরকে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। বাবর তৈমুরের মতো লুণ্ঠনকারী ছিলেন না, ভারতে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। প্রথম পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাঁর প্রত্যাশার কিছুটা পূরণ হলেও, তাঁর বিপদ মোটেই কেটে যায়নি। তবে এই যুদ্ধ লোদীবংশের সামরিক শক্তির বিনাশসাধন করেছিল।